সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক এখানে দুটো ভবন ও পূজা মন্ডপ সংস্কার-সংরক্ষণ পূর্বক একটি পাঠাগার ও একটি জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়েছে কবির আবক্ষ ভাস্কর্য। রয়েছে মধু উদ্যান। যাকে একসাথে মধুপল্লী নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

পুরনো একটি একতলা ভবনে সংরক্ষণ করা হয়েছে মধুসূদন দত্তের বসতবাড়িতে ব্যবহৃত খাট, টেবিল, আলনা, কাঠের সিন্দুক, লোহার সিন্দুক প্রভৃতি। জাদুঘরের সামনে ১৯৮৪ সালে শিল্পী বিমানেশ চন্দ্র কবির একটি আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এছাড়াও মধুপল্লীর সীমানা প্রাচীরের ভিতরে নির্মাণ করা হয়েছে অপেক্ষাগার, প্রক্ষালনকক্ষ, প্রশাসনিক ভবন প্রভৃতি।

পরিদর্শনের সময়সূচি

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি

১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৬:০০টা
সোমবার দুপুর ০২:০০টা থেকে
বিকাল ০৬:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

শীতকালীন সময়সূচি

১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
সোমবার দুপুর ০১:৩০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

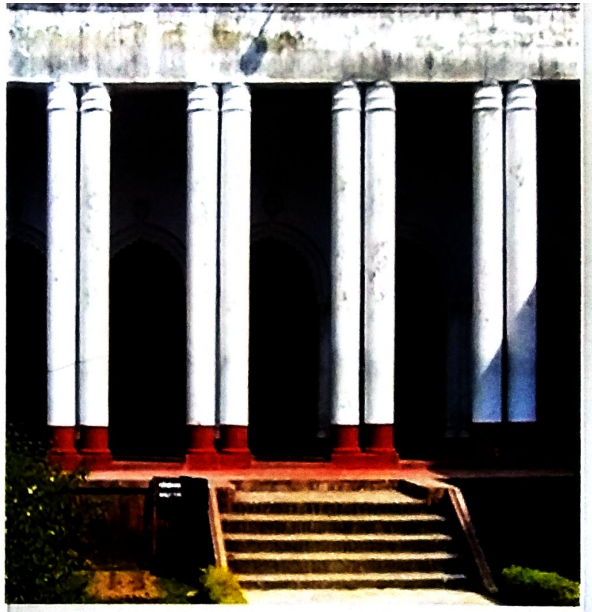

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়িটি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত। এখানে বেশ কয়েকটি একতলা ও দোতলা ভবন রয়েছে। মহাকবি, নাট্যকার, বাংলা ভাষায় সনেট এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামের এই বাড়িতেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল।

এই বাড়ির স্থাপত্যসমূহ নির্মাণে বৃটিশ আমলে ব্যবহৃত চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে রয়েছে মধুসূদনের পৈত্রিক বাড়ি, তাঁর কাকার বাড়ি, বাড়ি সংলগ্ন পূজামণ্ডপ, দিঘীসহ উদ্যান। বর্তমানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়িটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত একটি পুরাকীর্তি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি যা কিছু রচনা করেছেন তাতেই নতুনত্ব এনেছেন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ বাংলা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন।

তখনকার বাংলা সাহিত্যে রচনার শৈলীগত এবং বিষয়ভাবনাগত যে আড়ষ্টতা ছিল, মধুসূদন তা অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতাগুণে দুরীভূত করেন। ১৮৬০ সালে তিনি গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে রচনা করেন পদ্মাবতী নাটক। এ নাটকেই তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ইংরেজি কাব্যের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এটাই প্রথম এবং এর ফলে তিনি বাংলা কাব্যকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন।

বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে এই সফলতা তাঁকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে এবং এই ছন্দে একই বছর তিনি রচনা করেন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। পরের বছর ১৮৬১ সালে রামায়ণের কাহিনী নিয়ে একই ছন্দে তিনি রচনা করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক মহাকাব্য। আর কোনো রচনা না থাকলেও মধুসূদন এই একটি কাব্য লিখেই অমর হয়ে থাকতে পারতেন। এই কাব্যের মাধ্যমেই তিনি মহাকবির মর্যাদা লাভ করেন এবং তাঁর নব আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাচারি বাড়ি

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের
সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম : ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি।

জন্মস্থান : যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রাম।

বাংলা সাহিত্যে তিনি যে নামে পরিচিত: বাংলা সাহিত্যে তিনি 'মধুকবি' নামে পরিচিত।

পিতা : জমিদার রাজনারায়ণ দত্ত, যিনি ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল।

মাতা : জাহ্নবী দেবী।

বিবাহ : প্রথম স্ত্রী রেবেকা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটা।

শিক্ষা : সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় পড়াশোনা শুরু করেন। পরে সাত বছর বয়সে কলকাতার খিদিরপুর স্কুলে পড়াশোনা করেন।

১৮৩৩ : হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

১৮৪৪ : বিশপস কলেজে ভর্তি হন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি ভাস্কর্য

১৮৬২ : ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত গমন এবং গ্রেজ-ইন-এ যোগদান।

১৮৬৬ : গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন।

সাহিত্য ও কর্মজীবন: রচিত সাহিত্যসমূহ: সাহিত্যে তাঁর অন্যতম অবদান বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর ১২টি গ্রন্থ এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ৫টি গ্রন্থ রয়েছে:

১৮৪৮ : ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ গমন করেন।

১৮৪৮-১৮৫২ : তিনি মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৮৫২-১৮৫৬ : মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৮৪৮-১৮৫৬ : মাদ্রাজে অবস্থানকালে তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৮৪৮ : Timothy Penpoem ছদ্মনামে প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Captive Ladie প্রকাশিত। Eurasion (পরে Eastern Guardian), Madras Circulator and General Chronicle

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাকার বাড়ি

ও Hindu Chronicle পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং Madras Spectator-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৮৬৩ : প্যারিস হয়ে ভার্সাই নগরীতে গমন।

১৮৬৫ : সালে পুনরায় ইংল্যান্ড গমন।

১৮৬৭ : দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন।

১৮৭০ : হাইকোর্টে অনুবাদ বিভাগে যোগদান করেন।

১৮৭২ : মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর ম্যানেজার ছিলেন।

১৮৭২ : পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য নাটক ও কাব্যগ্রন্থ: পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা (১৮৬২), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), হেক্টরবধ (১৮৭১) প্রভৃতি। তাঁর শেষ রচনা মায়াকানন নাটক।

১৮৬৬ : চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু : স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে মহাকবি মৃত্যুবরণ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ির পুকুর ঘাট